মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২৫ সংখ্যা	পুরুল্যা	২৫ এপ্রিল, ২০২৪, বৃহস্পতিবার	১২ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 25 Issue	Purulia	25 April, 2024, Thursday	12 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

কোন দফতর চাকরি কী ভাবে দেয়, আমি দেখি নাঃ মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ কোন দফতর কী ভাবে চাকরি দেয়, সেটা সেই দফতরের ব্যাপার। সে বিষয়ে তিনি নাক গলান না। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের সভা থেকে এমনটাই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, ২৬ হাজার চাকরি বাতিল নিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাতে তাঁর খারাপ লেগেছে। এত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীর চাকরি চলে যাওয়ায় বাংলায় এ বার স্কুল বন্ধ করে দিতে হবে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার আউশগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ফুটবল ময়দানে বোলপুরের তৃণমূল প্রার্থী অসিত কুমার মালের সমর্থনে জনসভা করেন মমতা। সেখানেই তাঁর ভাষণে উঠে আসে এসএসসি সংক্রান্ত হাই কোর্টের সোমবারের রায়ের প্রসঙ্গ। আদালতের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যেও বিজেপির চক্রান্ত রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। মমতা বলেন, ‘‘কোন দফতর কী ভাবে চাকরি দেয়, সেটা সেই দফতরের ব্যাপার। আমি তার মধ্যে ঢুকি না। কিন্তু ২৬ হাজার শিক্ষককে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। আবার বলা হয়েছে, সুদ-সহ বেতনও ফেরত দিতে হবে। এতে আমার খারাপ লেগেছে।’’ অনেকে বলছেন, দফতরের কাজের খবর রাখেন না বলে এসএসসির নিয়োগ ‘দুর্নীতি’ থেকে যেন কিছুটা হলেও নিজের দূরত্ব রচনা করতে চাইলেন মমতা। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কোথাও কোনও দুর্নীতি যদি হয়েও থাকে, তাঁর অজ্ঞাতে হয়েছে। তবে এত জনের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্তকেও তিনি সমর্থন করেন না বলে জানালেন। এ প্রসঙ্গে বিজেপিকে দুষে মমতা আরও বলেন, ‘‘যে সব বিজেপি নেতা এ ভাবে চাকরি খাচ্ছেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করছি, সারা জীবন সরকারি চাকরি করার পর সেই বেতন ফেরত দিতে পারবেন তো? এই ২৬ হাজার ছেলেমেয়ে এখন কোথায় যাবে? বাংলায় কি সব স্কুল এ বার বন্ধ হয়ে যাবে? শিক্ষকের চাকরি কি আর হবে না এখানে?’’ তাঁর হাতে চাকরি থাকলেও আদালতে গিয়ে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত আটকে যাচ্ছে বলে আক্ষেপ করেন মমতা। বলেন, ‘‘আমার হাতে এখনও ১০ লক্ষ চাকরি রয়েছে। সব সরকারি দফতরের চাকরি। কিন্তু আমি দিতে পারছি না। আদালতে গিয়ে সে সব আটকে যাচ্ছে।’’ এ প্রসঙ্গেই মমতার অভিযোগ, ‘‘হাই কোর্ট টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে বিজেপি। সুপ্রিম কোর্টের কথা আমি বলছি না। সেখানে এখনও আমরা বিচারপ্রার্থী। কিন্তু হাই কোর্টে বিজেপি চাইলেই শুধু বিচার হয়। ওরা যা চায়, হয়ে যায়। আর কেউ বিচার পায় না।’’

পদ্ম শিবিরকে ভাঙার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোট চলছে। শুক্রবার দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে বিজেপিকে ভেঙে তছনছ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা অভিষেকের উদ্দেশে ‘ফাঁকা আওয়াজ’ বলে কটাক্ষ ছুড়ে দিল বিজেপি। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে বুধবার রোড-শো ছিল অভিষেকের। সেই রোড-শো শেষে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘তাপস রায়কে ইডি-র ভয় দেখিয়ে বিজেপিতে নিয়ে গিয়েছে। ওদের লোক নেই, তাই তৃণমূল থেকে লোক নিয়ে গিয়ে প্রার্থী করতে হয়। আমিও তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওদের এক বিধায়ককে ভাঙিয়ে এনেছিলাম।’’ ঘটনাচক্রে, তাপস রায় বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গত ৭ মার্চ বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী যোগ দেন তৃণমূলে। তাঁকে রানাঘাট লোকসভায় প্রার্থী করেছে তৃণমূল। তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফাও দিয়েছেন। খাতায়কলমে ২০২১ সালের বিধানসভায় বিজেপির টিকিটে জেতা আরও দুই বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী এবং বিশ্বজিৎ দাসকে যথাক্রমে রায়গঞ্জ ও বনগাঁ আসনে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। তাঁরাও বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বুধবার অভিষেক বলেন, ‘‘আরও ১০ জন লাইনে রয়েছেন। ঠিক সময়ে দরজা খুলব। এই দলটাকে বাংলা থেকে উঠিয়ে দেব।’’ এর আগে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরে অভিষেক একাধিক বার বলেছিলেন, ‘‘দরজাটা খুলছি না। খুললে বিজেপি উঠে যাবে।’’

ভোটে লড়বেন সমাজবাদীর অখিলেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। বুধবার দলের রাজ্যসভার নেতা তথা অখিলেশের কাকা রামগোপাল যাদব এ কথা জানিয়েছেন। রামগোপাল বুধবার বলেন, ‘‘আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকসভা ভোটে কনৌজ আসন থেকে লড়বেন অখিলেশ।’’ ২০০০ সালে উপনির্বাচনে জিতে প্রথম কনৌজ থেকেই সাংসদ হয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মুলায়ম সিংহ যাদবের পুত্র অখিলেশ। ২০০৪ এবং ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও ওই কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন তিনি। মুলায়মও একদা ওই কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটে রামগোপালের ছেলে অক্ষয় এ বার ফিরোজ়াবাদ কেন্দ্রে এসপির প্রার্থী। অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল ২০১২-র উপনির্বাচন এবং ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন কনৌজ থেকে। কিন্তু ২০১৯-এ তিনি বিজেপি প্রার্থী সুব্রত পাঠকের কাছে হেরে যান। ডিম্পল এ বার তাঁর প্রয়াত শ্বশুর মুলায়মের আর এক প্রাক্তন লোকসভা কেন্দ্র মৈনপুরী থেকে প্রার্থী হয়েছেন। আগামী ১৩ মে চতুর্থ দফায় কনৌজ লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। মনোনয়ন পেশের শেষ দিন বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল)। প্রায় দু’মাস আগে সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র সভাপতি অখিলেশ যাদবের বদায়ূঁ লোকসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী হিসাবে তাঁর কাকা শিবপালের নাম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এ বার বেঁকে বসলেন শিবপাল স্বয়ং।

"কাকু'র সঙ্গে কার কথা? যা সন্দেহ করেছিলাম তা-ই"

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ দীর্ঘ টালবাহানার পর প্রাথমিকে নিয়োগ ‘দুর্নীতি’ মামলায় ‘কালীঘাটের কাকু’ ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা হাতে পেয়েছে ইডি। সেই রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা জানাল, তারা যা সন্দেহ করেছিল, তা মিলে গিয়েছে। তবে কোন কথোপকথনের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের নমুনা মিলিয়ে দেখা হয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। যদিও ওই কণ্ঠস্বর নিয়ে রিপোর্টে সন্তুষ্ট হতে পারেননি কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। ইডির রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রাথমিকে নিয়োগ ‘দুর্নীতি’ মামলার তদন্ত করছে ইডি। সেই মামলায় তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট বুধবার আদালতে জমা দেওয়ার কথা ছিল। ওই তদন্তের সূত্রেই ‘কাকু’র কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সিংহ। সম্প্রতি ইডি সেই রিপোর্ট হাতে পেয়েছে। বুধবার আদালতে তা জমা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট দিয়ে ইডি জানায়, তাঁরা ‘কাকু’র কণ্ঠস্বর নিয়ে যে সন্দেহ করছিল, তা মিলে গিয়েছে। সেই সন্দেহের সপক্ষেই রিপোর্ট এসেছে। বুধবার আদালতে ইডি যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তা পাঁচ পাতার। তার মধ্যে তিন পাতা জুড়েই ‘কাকু’র কণ্ঠস্বরের তথ্য রয়েছে। বাকি দু’পাতায় ছিল এই মামলায় ইডির সার্বিক তদন্তের রিপোর্ট। এতেই বিচারপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইডির তদন্তের রিপোর্ট এত সংক্ষিপ্ত কেন? প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি সিংহ। আদালতে ইডি যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে, তাতে শেষ দু’পাতায় সুজয়কৃষ্ণের সূত্রে এবং প্রাথমিক মামলায় সার্বিক ভাবে এখনও পর্যন্ত ইডি কী কী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। মোট ১৩৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বিচারপতি সিংহের প্রশ্ন, ‘‘২০১৪ সাল থেকে যে দুর্নীতি হচ্ছে, তাতে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ এত কম কেন? টাকার অঙ্কই বা এত কম কেন?’’ ইডি আদালতে জানিয়েছে, আরও কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছ থেকে তার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। প্রতি দিনই তদন্ত এগোচ্ছে। কিন্তু ইডির এই বক্তব্যেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিচারপতি।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

‘আমার মনে থাকা কথা’—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘সময়ের অবলোকন’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জনপথে অন্নদাতা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘দিশাহীন পথে’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘পরিবীক্ষণ’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘অন্বীক্ষা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

‘শিকড়হীন বৃক্ষ’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘ঝুমুরের ঝংকার’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জল ও জীবন’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

আদানি গোষ্ঠীতে অফশোর তহবিলের বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ বিনিয়োগের সীমা ও ঘোষণাসংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে আদানি গোষ্ঠীতে অফশোর তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে বলে ভারতের শেয়ারবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছে। বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত দুটি সূত্র গতকাল সোমবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য দিয়েছে। তবে যাঁরা এই তথ্য দিয়েছেন, তাঁরা নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। কারণ, গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি তাঁদের নেই। রয়টার্স আদানি গোষ্ঠী ও সেবির মন্তব্য চাইলেও তারা তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। রয়টার্স এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন করেছিল। গত বছরের আগস্টে তারা সেই প্রতিবেদন করে। বলা হয়, আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছিল মরিশাসের একটি তহবিল থেকে। সেই তহবিলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আদানি পরিবারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ব্যবসায়ী অংশীদারেরা। 'অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি)' আদানি গ্রুপের আর্থিক লেনদেন বিষয়ে এই তদন্ত করে। তাদের জোগাড় করা নথিপত্র ও অনুসন্ধানের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এই সংবাদ প্রকাশ করে রয়টার্স। নথিতে দেখা গেছে, আদানি পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোকজন বছরের পর বছর ধরে গোপনে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার কিনেছেন। ঠিক সেই সময় উল্কার গতিতে আদানির উত্থান হয়েছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান হিনডেনবার্গ রিসার্চও একই অভিযোগ তুলেছিল, যদিও তা অস্বীকার করেছিল আদানি গোষ্ঠী। সেই প্রতিবেদনের জেরে অবশ্য গ্রুপটির বাজার মূলধন ১০ হাজার কোটি ডলারের বেশি কমে যায়। ব্যক্তিগত সম্পদ হারান মালিক গৌতম আদানিও। হিনডেনবার্গের অভিযোগ ছিল, নিজেদের শেয়ার ঘুরপথে কিনে দাম বাড়াত আদানি গোষ্ঠী, অর্থাৎ শেয়ার জালিয়াতি করত। গৌতম আদানি ওই অভিযোগ নাকচ করে দিলেও এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়। সেই তদন্ত চলাকালে সামনে আসে ওসিসিআরপির চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন। সেবি একটি অফশোর তহবিলের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর সম্পর্ক খতিয়ে দেখছে। সেই অফশোর তহবিল আদানি গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারহোল্ডারের সঙ্গে যোগসাজশ করে এই বিনিয়োগ করেছে কি না, এটাই সেবির তদন্তের বিষয়। যদিও আদানি গোষ্ঠী এই অভিযোগ বরাবর অস্বীকার করেছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে আদানি গোষ্ঠীর বেশ কিছু অফশোর বিনিয়োগকারীকে নোটিশ দিয়েছে সেবি। তারা সীমার অতিরিক্ত বিনিয়োগ ও তথ্য প্রকাশ সম্পর্কিত আইনের লঙ্ঘন নিয়ে আলোচনা করেছে।

ভারত ও মেক্সিকোতে কারখানা নির্মাণ অনিশ্চয়তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ টেসলার নতুন ঘোষণায় ভারত ও মেক্সিকোতে তাদের নতুন কারখানা নির্মাণ নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুচ্চালিত গাড়ির এই নির্মাতা কোম্পানি বলেছে, চলতি বছরের শেষ দিকেই তারা বিদ্যমান যেসব কারখানা আছে, সেগুলোতে নতুন ও সাশ্রয়ী গাড়ি তৈরি করবে। এই ঘোষণার কারণেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের তুলনায় টেসলা উৎপাদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করে বর্তমান সক্ষমতা বার্ষিক ৩ মিলিয়ন বা ৩০ লাখের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চায়। এরপর তারা নতুন কারখানা করার চিন্তা করবে। টেসলার এই মনোভাবের কারণে প্রাথমিকভাবে গাড়ির উৎপাদন খরচ যতটা কমবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, ঠিক ততটা কমবে না। তবে এই অনিশ্চিত সময়ে তাদের পক্ষে আরও সাশ্রয়ীভাবে গাড়ির উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। এই সিদ্ধান্তে টেসলার বিনিয়োগকারীরা খুশি। ফলে প্রথম প্রান্তিকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলেও গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারের মূল লেনদেনের পরবর্তী সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ১২ শতাংশ বেড়েছে। বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইভলভ ইটিএফের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা এলিয়ট জনসন রয়টার্সকে বলেন, এটা ভালো যে ইলন মাস্ক কেবল ব্যবসা সম্প্রসারণ করছেন না; সেই সঙ্গে তিনি যে বিদ্যমান কারখানায় সস্তা গাড়ি উৎপাদন করছেন, সেটাও ভালো লক্ষণ। ইভলভ ইটিএফ প্রায় ৬০০ কোটি ডলারের তহবিল ব্যবস্থাপনা করে। টেসলাসহ বিশ্বের আরও বেশ কয়েকটি তহবিলে বিনিয়োগ করেছে এই ইভলভ। চলতি মাসের শুরুতে টেসলা জানায়, কম দামের গাড়ি বানানো হবে না। বিনিয়োগকারীরা অবশ্য আশা করছিলেন, কম দামি গাড়ি তৈরির মধ্য দিয়ে টেসলা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। এর বদলে টেসলা রোবোট্যাক্সি তৈরিতে মনোযোগ দেবে, আর সেটা করা হবে বিদ্যমান প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। আগের পরিকল্পনা ছিল, কম দামের মডেল ২ গাড়ি টেক্সাস, মেক্সিকো ও তৃতীয় কোনো দেশে তৈরি করা হবে। মডেল ২-এর দাম ২৫ হাজার ডলারে নেমে আসবে বলেও আশা করা হচ্ছে; এটাই হবে গাড়ির গণবাজারে বড় হিস্যা নেওয়ার ক্ষেত্রে টেসলার হাতিয়ার। এদিকে চলতি মাসে ভারতে আসার কথা ছিল ইলন মাস্কের। কিন্তু তাঁর এই সফর পিছিয়ে গিয়েছে। এরপর ঠিক কবে তিনি ভারতে আসবেন, তা এখনো জানা যায়নি। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে মাস্ক জানান, টেসলার কিছু কাজের দায়বদ্ধতা আছে, সে কারণে ভারত সফর স্থগিত করতে হয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তবে চলতি বছরের শেষে ভারতে আসার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন এই ধনকুবের। মার্চ মাসে বৈদ্যুতিক গাড়ি-সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে মোদি সরকার। সেই নীতিতে বলা হয়েছে, কোনো কোম্পানি বিদেশ থেকে বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানি করলে আপাতত শুল্কছাড় পাবে। তবে তাদের কিছু শর্ত মানতে হবে, যেমন তিন বছরের মধ্যে ভারতে ন্যূনতম ৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগে কারখানা নির্মাণ। টেসলা মেক্সিকোতে কারখানা করতে চায়। যদিও বিষয়টি নির্ভর করবে সেখানকার অর্থনীতি ও সুদহারের ওপর, অর্থাৎ মানুষের সাধ্যের মধ্যে তা থাকবে কি না, তার ওপর।

সোনা (১০গ্রাম): ৭১৩১৫
রূপা (১ কেজি) : ৭৯৬৫৯
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩৮

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৮৫২.৯৪
নিফটি—	২২৪০২.৪০
ন্যাসডাক—	১৫৬৯৬.৬৪
এ.সি.সি—	২৫৬৪.০০
ভারতী টেলি—	১৩৩৬.২৫
ভেল—	২৬৩.৯৫
এল এন্ড টি —	৫২১২.৬০
টাটা মোটর্স—	৯৯১.৬০
টি.সি.এস. —	৩৮৩১.২৫
টাটা স্টিল—	১৬৫.৫০
ডাবর —	৫০৯.৩৫
গোদরেজ —	৮৪৬.০০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৫১০.৯৫
আই.টি.সি.—	৪২৮.৮৫
ও.এন.জি.সি.—	২৭৯.৩৫
সিপলা —	১৪০০.০০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৩৩৮.৬৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৪৭৯.৬৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১০৯৪.৬৫
সেল—	১৬৪.৭০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৭৩.০০
সিমেন্স—	৫৬৭২.৫৫
ফাইজার—	৪১১৩.০০
ইউনিটেক—	১০.৯৬
উইপ্রো—	৪৬০.২০
ডা. রেড্ডি–	৫৯৬২.৫০
মারুতি—	১২৯০০.০০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১০৬৪.০৫
টি সি আই —	৮৭১.৫০
মহানগর টেলি —	৩৭.৩৪
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২৪৮.৫০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজকের দিন

আজ ২৫ এপ্রিল

১৭০৪ জিব্রাল্টার দখল হয় এই দিন। এটি ভূমধ্য সাগরে পশ্চিম প্রবেশ পথ হিসেবে গণ্য হয়। প্রথমে এটা ছিল স্পেনের অধীনের। পরে ব্রিটিশরা দখল করে নেয়। লোকসংখ্যা মোটামুটি ৩০ হাজার। ১৯৮৫ সালে এটি কিছুদিনের জন্য হাত বদল হলেও পরে ব্রিটিশ অধীনেই আসে।

১৭৮৩ সাইমন বলিভারের জন্ম। বলিভার ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার একজন সৈনিক। কিন্তু পরবর্তীকালে ইনি পেরু স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করেন এবং স্পেনের দখল থেকে পেরুকে মুক্ত করেন। পরবর্তীকালে পেরু থেকে নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় সেই নতুন রাষ্ট্রের নাম বলিভারের অনুসরণে বলিভিয়া হয়। বলিভিয়ার সঙ্গে অবশ্য পেরু এবং চিলির ঝগড়া চলছে সীমান্ত নিয়ে প্রায় ১০০ বছর ধরে। সাইমন বলিভিয়ার মৃত্যু হয় ১৮৩০ সালে।

১৮০২ প্রখ্যাত ফরাসি উপন্যাসিক আলেকজান্দার ডুমা দা এলডারের জন্ম। ডুমা ফরাসি ভাষায় উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করে দিয়েছেন বলা যায়। তাঁর বিখ্যাত লেখাগুলির মধ্যে আছে লে থোয়া মুসকুইয়েতে (দ থ্রি মাস্কেতিয়ার্স), ভিংগত অঁস আপ্রেস, ল কোঁতে দ মোঁতে (দ কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো) ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯২৩

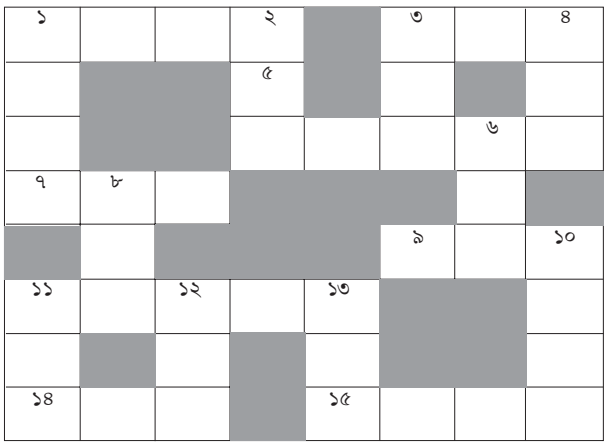

পাশাপাশি ঃ- ১) নীচ প্রকৃতির মানুষ। ৩) খরগোশ। ৫) রাজপ্রাসাদ। ৭) নখ। ৯) ভ্রমণ। ১১) সমবছর। ১৪) হাতে হাতে। ১৫) দামদড়ি।

উপরনীচ ঃ- ১) নতুন সূর্য। ২) সুরা। ৩) লজ্জা। ৪) স্বীকারোক্তি। ৬) হুলিয়া। ৮) খয়ের। ১০) সব ধরনের। ১১) বস্ত্র। ১২) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র যা রবিশঙ্করের প্রিয়। ১৩) ইন্ধন।

উত্তর - ৫৯২২

পাশাপাশি ঃ- ১) খচ্চর। ৩) মাধব। ৫) তনয়া। ৬) রশি। ৮) রঙিন। ৯) রসকেলি। ১০) পিরসুজ। ১২) সওদা। ১৪) কবি। ১৬) জখম। ১৭) সফর। ১৮) রসদ।

উপরনীচ ঃ- ১) খনার। ২) রতন। ৩) মায়াপুর। ৪) বর। ৭) শিউলি। ১০) পিনাক। ১১) জরজর। ১২) সমর। ১৩) দামাদ। ১৫) বিস।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১২ বৈশাখ, ভাঃ ৫ বৈশাখ, **২৫ এপ্রিল** ১২ বহাগ, ১ বৈশাখ বদি, ১৫ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৮। **বৃহস্পতিবার,** প্রতিপদ প্রাতঃ ঘ ৫।৪৪ মিঃ। বিশাখানক্ষত্র রাত্র ঘ ১।২৮ মিঃ। ব্যতিপাতযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।১২ মিঃ। কৌলবকরণ, প্রাতঃ ঘ ৫।৪৪ গতে তৈতিলকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৬।৬৬ গতে নামকরণ। **জন্মে**–তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৭।৬ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ঘ ১।২৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরীও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**– দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**- পূর্ব্বে, প্রাতঃ ঘ ৫।৪৪ গতে ত্রিপাদদোষ। **কালবেলাদি**- ঘ ২।৪৭ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ১১।৩৬ গতে ১।০ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই, রাত্রি ঘ ১।২৮ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে। **শুভকর্ম্ম**-নাই। **বিবিধ**-দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ -অযথা ব্যয়। **বৃষ**- হঠাৎ প্রাপ্তি। **মিথুন** - সফলতা। **কর্কট**-সুখভোগ। **সিংহ**-বিত্তনাগ। **কন্যা**-বিষাদগ্রস্ত। **তুলা**- গৌরব বৃদ্ধি। **বৃশ্চিক**-বাতজ ব্যয়। **ধনু**- আর্থিক চিন্তা। **মকর**- দালালিতে লাভ। **কুম্ভ**- চৌর্যভয়। **মীন**- বিদ্যানুরাগ।

আগামীকাল

মেষ-ঋণযোগ। **বৃষ**-চরিত্রহরণ **মিথুন**- রোগমুক্তি। **কর্কট**-নৈতিক জয়। **সিংহ**-পথে বিপদ। **কন্যা**-অনিষ্টপাত। **তুলা**-বিপথে চালিত। **বৃশ্চিক**- মিথ্যাচার। **ধনু**-সফলতা **মকর**-অযথা ব্যয়। **কুম্ভ**- চিকিৎসায় বিভ্রাট। **মীন**- অপবাদ।

জেলায়-জেলায়

উদয়নকে ‘হুমকি’ চিঠি, ৫ কোটি টাকা তোলা চেয়ে ডেডলাইন মন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৪ এপ্রিলঃ ভোটের মুখে এবার কেএলও-র হুমকি চিঠি রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে। বুধবারই এই চিঠি পাঠানো হয়েছে কোচবিহারের দাপুটে তৃণমূল নেতাকে। কেএলও-র লেটারপ্যাডে ছাপানো হরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ৫ কোটি টাকা তোলা চাওয়া হয়েছে মন্ত্রীর থেকে। উদয়নকে পাঠানো চিঠিতে দাবি মতো টাকা দেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে দশ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। বুধবার দুপুরে এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে। লোকসভা ভোটের আবহে মন্ত্রীর কাছে এভাবে তোলা চেয়ে চিঠি ঘিরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

বিপ্লব তথা যুদ্ধের স্বার্থে তহবিল প্রয়োজন। এই কারণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়নকে চিঠি পাঠিয়ে টাকা দাবি করল কেএলও (কেএন গোষ্ঠী)। উদয়নের দাবি, তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে এই চিঠিটি এসেছে। সেখানে যুদ্ধ তহবিলে পাঁচ কোটি টাকা দেওয়ার আবেদন করেছে জঙ্গি সংগঠনটি। টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন করা হলেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে টাকা দেওয়ার সময়সীমা। চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ তহবিলে পাঁচ কোটি টাকা উদয়নকে দিতে হবে ১০ দিনের মধ্যে।

বুধবার সকালে চিঠিটি পোস্ট করে উদয়ন লেখেন, “সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেলাম হালখাতার চিঠি। কোনও এক কোচ আর্মির অ্যাকাউন্ট থেকে এই চিঠিটি হোয়াট্সঅ্যাপে পাঠিয়ে ওঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ১০ দিনের মধ্যে মাত্র পাঁচ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে।” এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে উদয়ন বলেন, “আমাকে রাজনৈতিক ভাবে চাপে রাখার জন্যই এই কাজ করা হয়েছে। টাকা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে

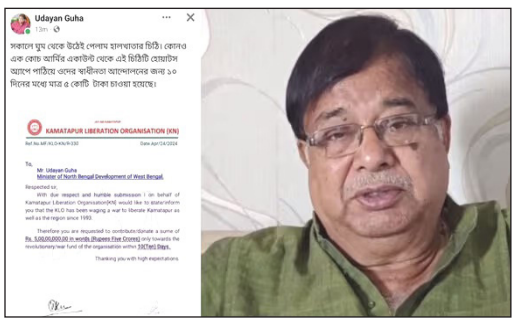

না।” মন্ত্রীর কথায়, “এত টাকা পাব কই!” পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এএলও (কেএন) গোষ্ঠী কোনও জঙ্গি সংগঠন নয়, তারা হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করে থাকে। তিনি বলেন, “আগে আমরা দু’জনকে ধরেছিলাম। এখনও তাঁরা জেলে আছেন। এটা কোনও জঙ্গি সংগঠন নয়, হুমকি দিয়ে তোলা আদায় করাই এদের কাজ।”

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথা বলা হয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে পুলিশে লিখিত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

উদয়নের কাছে কেএলও-র হুমকি চিঠি নিয়ে মুখ খুলেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গে বিজেপির অন্যতম বড় মুখ শঙ্কর ঘোষও। এই চিঠি ভুয়ো কি না, সেটাও যাচাই করে দেখার দরকার রয়েছে বলে মনে করছেন বিজেপি বিধায়ক। বললেন, ‘এই চিঠি আসলে সঠিক, নাকি ভুয়ো, নাকি উদয়ন গুহ বাজারে টিকে থাকার জন্য এই চিঠিটিকে সামনে এনেছেন, সেটি তদন্ত সাপেক্ষ।’

খাদ্য দফতরে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ এপ্রিলঃ এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যখন তোলপাড় রাজ্য, সেই সময় ফের দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার দু’জন। জানা গিয়েছে, খাদ্য দফতরে চাকরি দেওয়ার নাম করে এক মহিলার কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। ধৃতদের আজ বারুইপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের নাম শম্ভুনাথ মিস্ত্রি এবং সমীরণ হালদার। এর মধ্যে শম্ভুনাথের বাড়ি হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানা এলাকায়। অপরদিকে, সমীরণের বাড়ি কল্পিতে। পুলিশের অনুমান এই কাজের সঙ্গে আরও কেউ কেউ জড়িয়ে রয়েছে। তবে শম্ভুনাথ ও সমীরণ এই কাজের মাস্টারমাইন্ড।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা এক মহিলাকে খাদ্য দফতরে চাকরি পাইয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অভিযুক্তরা। এমনকী তাঁর কাছ থেকে আট লক্ষ টাকা নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। শুধু কী তাই! সরকারি নথি জাল করে ওই ভুয়ো নিয়োগপত্র এবং জাল অর্ডার কপি দেওয়া হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ঘটনার তদন্ত নেমেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সুইসাইড নোট লিখে আত্মহত্যা পড়ুয়ার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ এপ্রিলঃ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক পড়ুয়া। মৃতের ঘর থেকে উদ্ধার সুইসাইড নোট। যার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত স্কুল ছাত্রের নাম মহম্মদ আদনান সামি (১৯)। সে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠ্যরত ছিল। বুধবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড রসিদপুরে। ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বংশীহারী থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আদনান অনলাইনের মাধ্যমে পটাশিয়াম সায়ানাইড প্রায় পাঁচ লিটারের একটি জার অর্ডার করে। মৃতের পাশ থেকে একটি সুসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। তাতে লেখা ছিল ‘শরীরে পটাশিয়াম সায়ানাইড মাখা রয়েছে। যা কেউ ছুলে পরে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে।’ কী কারণে ওই কিশোর এই কাজ করল তা নিয়ে ধন্দে পরিবার। পাশাপাশি ওই যুবকের শরীরে আদৌ পটাশিয়াম সায়ানাইড না অন্য কিছু ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিন সকাল বেলা পরিবারের লোকজন দেখতে পায় ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ। পাশ থেকে উদ্ধার হয় সুসাইড নোট। পরবর্তীতে ওই সুসাইড নোট দেখে সবাই জানতে পারে যুবকের শরীরে পটাশিয়াম সায়ানাইড মাখানো রয়েছে। পরবর্তীতে বংশীহারী থানার পুলিশ এসে মৃতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে।

জোট সমীকরণে সেই মনগরম, সিপিএম প্রার্থীর প্রচারে দেখা মিলছে না কংগ্রেসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৪ এপ্রিলঃ জোট সমীকরণে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলার দুটি আসনেই প্রার্থী দেয়নি কংগ্রেস। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে সিপিএম। বাঁকুড়ায় সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে মাঝেমধ্যে কংগ্রেস কর্মীদের দেখা গেলেও বিষ্ণুপুর লোকসভায় দেখা মিলছে না কংগ্রেস কর্মীদের। এজন্য গলায় অভিমানের সুর কংগ্রেস নেতৃত্বের। তোপ দেগেছে বামেদের বিরুদ্ধে। বামেরা অবশ্য সুর নরম করে জানিয়েছে এই প্রচারে সামিল হওয়ার দায়িত্ব দু’পক্ষেরই। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর একসময় ছিল কংগ্রেসের গড়। ২০০৯ সাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর পুরসভা ছিল কংগ্রেসের দখলে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোতুলপুর ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর বিধানসভায় জয়ী হয় কংগ্রেস। নেতা ও কর্মীদের লাগাতার দলবদলের জেরে বিষ্ণুপুরে পরবর্তীতে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ক্ষমতা কমলেও এলাকাভিত্তিক কিছু কর্মী এখনও রয়েছে।

সারা রাজ্যে বাম কংগ্রেস জোট করে লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে নামলেও বিষ্ণুপুরে বাম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত্যর প্রচারে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না কংগ্রেসের পতাকা। কেন এমন অবস্থা? তবে কী কোথাও জোটে ফাটল বিষ্ণুপুরে? বিষ্ণুপুরের প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য দেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বামেদের পক্ষে সর্বাত্মকভাবে প্রচারে নামতে তাঁরা তৈরি। কিন্তু তাঁদের মেয়ের বিয়ে নয়। বামেরা কংগ্রেসকে না ডাকলে কংগ্রেস আগ বাড়িয়ে প্রচারে যাবে না। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই অভিমানের কথা শুনে সুর নরম বাম প্রার্থীর। বিষ্ণুপুরের বাম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত্যর বক্তব্য, তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে কঠিন এই লড়াইয়ে বামেদের পাশাপাশি কংগ্রেসেরও দায়িত্ব প্রচারে অংশ নেওয়া। তারপরও কংগ্রেস কর্মীরা অভিমান করে থাকলে বিষয়টি নিয়ে বাম জেলা নেতৃত্ব কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবে।

তৃণমূলের উপর রেগে লাল দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৪ এপ্রিলঃ ভোট পর্বে এবার শাসক শিবিরকে বিঁধে কড়া আক্রমণ বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের। বিজেপির পতাকা, ফেস্টুন, ব্যানার একাংশের লোকজন খুলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ দিলীপের। সেই প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসক শিবিরকে নিশানা করে দিলীপের কটাক্ষ, ‘বাংলা খাও, জয় বাংলা বলো। আর সমস্ত ঝান্ডা খোলো।’ উল্লেখ্য, তৃণমূল শিবির তাঁদের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ব্যবহার করে থাকে। এবার সেই ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ধরেই বাংলার শাসক পক্ষকে একহাত নিলেন দিলীপ ঘোষ। যদিও দিলীপ ঘোষ বুধবার যে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির পতাকা-ব্যানার-ফেস্টুন খুলে দেওয়ার বিষয়ে, তা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস। তাঁর বক্তব্য, ‘দিলীপ ঘোষ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন। তৃণমূল কংগ্রেস কোথাও তাঁর ব্যানার-ফেস্টুন খোলেনি।’ উল্টে তৃণমূল মুখপাত্রের বক্তব্য, এলাকায় বিজেপির কর্মী না থাকলে, ব্যানার-ফেস্টুন লাগানোর প্রশ্নই থাকে না।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ এপ্রিলঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। বুধবার বেলার দিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল বৈদ্যবাটি চৌমাথা সংলগ্ন এলাকায়। মৃত প্রৌঢ়ের নাম সমীর মল্লিক (৫৪)। বৈদ্যবাটী পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত গোবিন্দনগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন বেলায় বৈদ্যবাটী থেকে শেওড়াফুলির দিকে যাচ্ছিল ওই বাইক আরোহী। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কদিন আগে জিটি ওপর পাইপ লাইন বসানোর কাজ হয়। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে পাইপলাইন বসানো হয়। কিন্তু তারপরে সম্পূর্ণরূপে রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। এদিন বেলার দিকে ওই খারাপ রাস্তা ধরে এক বাইক আরোহী যাচ্ছিলেন। খারাপ রাস্তার কারণে হঠাৎই বাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেখানে পড়ে যান। পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসা একটি পণ্যবাহী ট্রাক তাঁকে পিষে দেয়। ঘটনার পরই দ্রুত আহত সমীরকে উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ার্লস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষানিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তায় পাইপলাইনের কাজ করার পর রাস্তা সংস্কার না হওয়ার জন্য দুর্ঘটনার শিকার বাইকআরোহী। পণ্যবাহী গাড়িটির খোঁজ শুরু করেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

ইস্তেহারকে এত ভয়

হাত খালি হলে অনেক সময় ধনীকেও হাত পাততে হয় অন্য কারও কাছে। ব্যর্থতার চরমে উঠে নিরাশার পথ থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হচ্ছে সামনের প্রতিযোগিকে মিথ্যার জাল বিছিয়ে নাস্তানাবুদ করা। মিথ্যার জাল কোন কোন সময় মিথ্যাবাদীর দিকেই ফেরৎ চলে আসে। আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হয়ে যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে এখন যা চলছে সেই চিত্র মোটামুটি এরকমই। নিজের ইস্তেহারের ঠিকানা ভুল হয়ে গেছে। আসলে মানুষ ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছেন না। কারণ যিনি ইস্তেহার জারি করেছেন তার নামকরণ হয়েছে গ্যারেন্টি, গ্যারেন্টি বাজার থেকে অনেক দিন আগেই উধাও হয়ে গেছে। এখন সব কিছু ওয়ারেন্টি। অর্থাৎ খারাপ হলে সেরে দেওয়া হবে, ফেরৎ দেওয়া হবে না। গ্যারেন্টি বনাম ইস্তেহারকে কোন দিন সামনাসামনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়াতে হতে পারে কংগ্রেস অনুমান করতে পারেনি। কংগ্রেসের ইস্তেহার যারা তৈরি করেছেন তাদেরকে বাহবা দিতেই হবে। বাহবা দেবেন কে? যাদের দেবার কথা তাদের কাছে যাতে ইস্তেহার না পৌঁছায় তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে অপর প্রতিযোগীর পক্ষ থেকে। এখানেও হিতে বিপরীত। কংগ্রেস খবরের কাগজের ভেতরে ইস্তেহার বিলি করছে মানুষের কাছে। কারণ মিডিয়া ঘেউ ঘেউ করতেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, শাসক দল ছাড়া অন্য দিকে তাকানোর সময় তাদের নেই। ভারতীয় মিডিয়াকে অপেক্ষা করতে হয় কখন যোশী বাবু কি বার্তা পাঠাচ্ছেন যে বার্তা মিডিয়াতে ২৪ ঘন্টা চালাতে হবে। অন্য দিকে তাকালে সেই কাজে গাফিলতি হতে পারে, গাফিলতির শাস্তি হয় চাকরি নট নতুবা দেশবিরোধী আইনে মামলা। যারা জেল যেতে ভয় পান তাদেরকে শাসকের চরণ সেবা করতেই হবে। যারা ঘুষ খেতে ভাল বাসেন তাদেরকে লাথি জুতা খেতে হতেই পারে।

কংগ্রেস নেতারা কেউ ধারনাই করতে পারেনি তাদের ইস্তেহার এত বেশী প্রচারিত হবে এবং সেই প্রচারের দায়িত্ব নেবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ইস্তেহারে যা নেই সেগুলি বর্ণনা করছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাভাবিক ভাবে মানুষ যাচাই করার জন্যই কংগ্রেসের ওয়েবসাইটে গিয়ে ইস্তেহার পড়ে নিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে বানিয়ে ইস্তেহারে এই আছে, ওই আছে বলতে গিয়ে মানুষকে অতীত মনে করিয়ে দিলেন। তাদের সামনে চলে আসছে নোট বাতিলের ঘটনা। নোট পাল্টাতে মা-বোনেদের কত হয়রান হতে হয়েছে সে কথা তাদের মনে আসছে। তাদের মনে আসছে সোনা বন্ধক দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া আসলে সরকারের একটি ছল। জনধন যোজনায় ব্যাঙ্কের খাতা খোলাও একটি সু পরিকল্পিত ধান্দা ছিল। যাতে গরীব মানুষের কাছে যে টুকু টাকা ছিল তাও ব্যাঙ্কে চলে আসে। যে টাকা কর্পোরেটকে ঋণের নামে বিলি করে দেওয়া যায়। কংগ্রেস এটা করবে, ওটা করবে এগুলো যে সব বানানো, ইস্তেহারে কোনটাই নেই তা মানুষ জেনে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কারণেই। কংগ্রেসের সুবিধা হল কিনা এটা সময় বলবে।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

অন্য লোক দেখুক বা নাই দেখুক, বুঝুক বা নাই বুঝুক; নিজেদের কর্তব্যকর্ম ঠিকভাবে করলে ান্য লোকেদেরও কর্তব্য পালনের প্রেরণা স্বতই লাভ হয়।

অপরের সেবায় প্রীতির প্রাধান্য থাকায় কর্মযোগে উপভোগ্যতার বিনাশ অবশ্যই হয়ে যায়। এরই সঙ্গে ব্যক্তি ও বস্তু প্রভৃতি থেকে নিজের প্রাপ্তি এবং আকাঙ্ক্ষা না থাকার কারণে এবং মনুষ্যাদি সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গেও নিজের সম্পর্ক না মানলে কর্তৃত্বাবেরও স্বতই বিনাস হয়ে যায়। কর্মযোগী ক্রিয়ায় রত থাকার সময় নিজেকে কর্তা মনে করে। উপভোগ্যতা এবং কর্তৃত্ব পরস্পর অবলম্বিত। যখন উপভোগ্য বিদুরিত হবে থখন কর্তৃত্বের অস্তিত্ব থাকবে না আর কর্তৃত্বই যদি না থাকে তাহলে উপভোগ্যতারও কোনো আধার থাকবে না। এই দুটির মধ্যেও উপভোগ্যতা ত্যাগ করা সহজ।

ভোগে বিভোর থাকার ফলে সেগুলির সংসর্গজনিত সুখাসক্তিতে এটি কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু যে পরিবার-পরিজন তথা অর্থাদিতে বিড়ম্বিত থেকেও নিজের উদ্ধার কামনা করে, তার কাছে কর্মযোগের প্রণালী খুবই সহজ। তাই ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে 'কর্মযোগস্তু কামিনাম্' (১১।২০।৭) বলেছেন।

ক্রমশ...

খবরের কাগজের সম্পাদক

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অতীতেও সমস্যা ছিল, বর্তমানেও সেই সমস্যা ক্রমাগত বেড়ে 'বিপদ' হয়েছে। বিপদটি দৈনিক খবরের কাগজের সম্পাদকের বিপদ। ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তেই হোক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হলে সম্পাদক মশাইকে রাত-দিন দেশ ও বিদেশের ঘটনাসমূহের প্রতি নজর রাখতে হয়। দরকার হয় বহু-বহু অর্থের। দরকার পড়ে আধুনিক প্রযুক্তির মস্ত ছাপাখানার। নিউজপ্রিন্ট -পেপার দফতরে ঠিকমতো মজুত থাকা চাই। খবর সংগ্রহ করবার জন্য সাংবাদিক রাখতে হয়। এডিট করতে হয়। কোনটি খবর, কোনটি খবর নয় সেই বিচার সম্পর্কে দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রয়ের সুব্যবস্থা রাখতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের বড়ো শহর থেকে মফঃস্বল শহরে যাতে খুব ভোরে যাতে খবরের কাগজ পৌঁছে যায় তার দিকেও নজর দিতে হয়। খবরের কাগজের দফতরে কাজ দুপুর থেকে গভীর রাত অবধি ঝড়ের গতিতে চলে। সম্পাদক, বিভাগীয় সম্পাদক, প্রুফ রিডার, প্রেসের লোকজন শশব্যস্ত থাকেন। দৈনিক খবরের কাগজের ব্যবসার দিকটাও হুঁশ দিতে হয়। বিজ্ঞাপন, এজেন্ট সবকিছু ব্যবসায়ের আওতায় থাকে। সম্পাদককে সমস্ত বিষয়ে নজর রাখতেই হয়। খবরের কাগজের সম্পাদককে সচেতন হতে হয়। পকেটের টাকা খরচ করে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর যেন রক্ষাকর্তা খবরের কাগজটি না হয়ে পড়ে সেই নিরপেক্ষতার দিকে কঠিন নজর রাখতে হয়। কলমের জোর না থাকলে দৈনিক খবরের কাগজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। রেষারেষি, বিবাদ-বিসম্বাদ, শ্লেষ-বিদ্বেষ এড়িয়ে চলতে হয়। সম্পাদককে যতদূর সম্ভব কোনো অনুষ্ঠান, সভায় আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে যোগ দিতে নেই। সম্পাদকের দফতরে বহু গণ্যমান্য লেখক বা সাধারণ লেখকের লেখা আসে যা পড়লে মানে কিছুই বোঝা যায় না। বানান ভুল তো অজস্র থাকে। কি লিখছেন, কোন বিষয়ে লিখছেন সেই সমস্ত কিছুর ধারেপাশে যান না এই ধরনের লেখকরা। সম্পাদক ভীষণ মুশকিলে পড়েন। তার উপর দফতরে ফোন করেন লেখাটা কখন প্রকাশিত হবে জানতে চেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্পাদককে তোষামোদ করে নানা বিশেষণ দিয়ে দুর্বল লেখা পাঠাতেই থাকেন। কেউ কেউ আবার সম্পাদককে আত্মীয় বানিয়ে ফেলবার স্পর্ধা দেখান। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সমস্ত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ফিচার ইত্যাদি লিখে সম্পাদকীয় দফতরে পাঠানো হচ্ছে তার বেশিরভাগই সাহিত্যের কলার দিক দিয়ে বিদঘুটে এবং অশাস্ত্রীয়। খবরের কাগজ চালাতে গেলে আদালতের মামলা, গুন্ডাদের গুন্ডামি ইত্যাদি কিছুকে ভয় পাওয়া চলে না। কুমারকে মনে আছে? সেই যে 'বাহুন ঘরের ছেলেটা' জীবনী উপন্যাসের কুমার। পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া এলাকার কয়লা পাচার নিয়ে প্রশাসন, অন্যান্য খবরের কাগজ যখন চুপচাপ, ঠিক তখনই যে 'কুমার' নিতুড়িয়ার বেআইনি কয়লা পাচার নিয়ে খবরের পর খবর ছাপতেই থাকেন। যে কুমার মাওবাদী সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে পুলিশদের নিষেধ অমান্য করে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় গিয়েছেন মাওবাদীদের যন্ত্রণার কথা নিজের কানে শুনতে। সম্পাদকদের সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব থাকতেই হয়। যা অন্য কোনো সম্পাদকের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। 'বাহুন ঘরের সেই ছেলেটা' জীবনী উপন্যাসে 'কুমার' ওরফে 'মানভূম সংবাদ' খবরের কাগজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী নিজেই লিখেছেন-'কুমারের সাংবাদিকতা, তার লেখার শৈলী একেবারে অন্য মাত্রার। তার সাথে আর পাঁচটা সাংবাদিকের তুলনা করা যায় না। কারণ যে ভাষায়, যে শব্দ চয়নের মাধ্যমে কুমার ফিচার বা খবর লিখে অভ্যস্ত ওটা তার পক্ষেই সম্ভব। সংবাদজগতে এই সংখ্যা খুব কম।' সংবাদপত্রে শুধুমাত্র সংবাদ থাকে তাতো নয়? সংবাদপত্রে থাকতে হয় সাময়িক সাহিত্য। দৈনিক খবরের কাগজের প্রধান দৃষ্টি থাকে টাটকা সংবাদের দিকে। তাই বলে সাময়িক সাহিত্যের উপরও নজর দিতেই হয়। সম্পাদকদের বিপদ এই সাময়িক সাহিত্যেই। বর্তমানে যে সমস্ত লেখা সম্পাদকীয় দফতরে আসে, তার বেশিরভাগই অপাঠ্য এবং ছাপার অনুপোযোগী। সেই সমস্ত লেখা সাময়িক সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া তো দূরের কথা, কোনো মর্যাদাই দেওয়া যায় না। যখন সেই সমস্ত অপাঠ্য লেখা দৈনিক খবরের কাগজে ছাপা হয়না, তখন সম্পাদকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেন কিছু অলেখক-কুলেখক। নিজেদের দোষটা কেউ খতিয়ে দেখেন না। কলকাতা থেকে দৈনিক প্রকাশ করা আর পুরুলিয়ার মতো মফঃস্বল শহর থেকে দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশ করা সমার্থক নয়। কলকাতার সংবাদপত্র অতি বাণিজ্যিক হলেও প্রতিবাদ হয়না, কিন্তু মফঃস্বলের সংবাদপত্র বাণিজ্যিক হয়ে গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। জেলা থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজে প্রকাশিত খবরে রং মাখানো চলেনা। যা খাঁটি, যা সত্যি তাই ছাপতে হয়। জেলার পাঠকদের খবর খুঁটিয়ে পড়া অভ্যাস। সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা সহজ। কিন্তু একটি দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশ করা সহজ নয়। দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশ করতে হলে সম্পাদককে প্রত্যেকদিন টেনশন নিতে হয়। যখন তখন সম্পাদকীয় দফতরে গিয়ে বসতে হয়। ঘর-সংসার উপেক্ষিত হয়। পৃথক পেশা থাকলে তার ক্ষতি হয়। বানান ভুল, বাক্য ভুল এগুলোতো আলোচনার বাইরে রইলো। দৈনিক খবরের কাগজের সম্পাদককে মজবুত হতে হয়। কাজ বাদ দিয়ে, কোনো নেতা, উপনেতার নাম-যশের ঢক্কানিনাদ করা সম্পাদকের কাজ নয়। প্রখর অভিনিবেশপূর্ণ সুক্ষ্মদর্শিতা না থাকলে কখনও কেউ দৈনিক খবরের কাগজের সম্পাদক হতে পারেন না। বহু জোট-বাঁধা দল সম্পাদকের পিছু লাগতে ছাড়েন না। কাঁচা লেখাকে পাকা করবার চক্রান্ত নিয়ে সম্পাদকের বন্ধু সাজেন অনেকেই। সম্পাদক কিন্তু সহজেই এদের চিনে নিতে পারেন। কারণ দৈনিক খবরের কাগজের সম্পাদক বিশেষতঃ মফঃস্বল জেলার সম্পাদক একজন কাগজওয়ালা।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

চিত্রাঙ্গদার অভিমান

তন্ময় কবিরাজ

চিত্রাঙ্গদা বলেছিল, "এই সুললিত/সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের/যত গন্ধ যত মধু ছিল সকলি কি/করিয়াছ পান/ আর কিছু বাকি আছে?/আর কিছু চাও আমার যা কিছু ছিল/ সব হয়ে গেছে শেষ?" ভোটের আগে মণিপুরের কথা মনে করতেই চিত্রাঙ্গদার কথাগুলো মনে এলো। ভোটের আগে যখন উত্তর পূর্ব ভারতে আসতে চলেছে মোদীর গ্যারান্টি, সবাই যখন ব্যস্ত নিজের রাজ্যে ভোট নিয়ে, তখনও মনিপুর থমথমে। মোদি মণিপুরের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে মণিপুরের পরিস্থিতির। তিনি সেদিন বলেছিলেন, "ভারত মণিপুরের পাশে আছে। আমরা সবাই মিলে এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবো।" মোদীর বিশ্বস্ত সেনাপতি অমিত শাহও ঘোষণা করেছিলেন, "মনিপুরকে আমরা অগ্রাধিকার দেবো। কোনো বিচ্ছিন্নতাকে আমরা মদত দেবো না। "আজ এতো দিন পরেও পরিবেশ পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে। গত বছর মে মাস থেকে চলা দাঙ্গাতে ২০০ জনের বেশি মানুষ নিহত, বহু মানুষ ঘর ছাড়া। আপাততভাবে, দোকান, স্কুল কলেজ দোকান খুললেও স্থানীয় নেতা এম. লন্ডনী বলছেন, "বাইরে থেকে সব স্বাভাবিক বলে মনে হলেও ভেতরে ভেতরে মণিপুর বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। "দেশের অন্য রাজ্যেগুলো যখন ভোট নিয়ে মেতে আছে,তখন ইম্ফলে ব্যানার, পোস্টার, মিটিং কিছুই নেই। দু দফায় ভোট হবে মনিপুরে। অল মণিপুর মেরা পাইবি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,তারা ভোট বয়কট করছে না, বরং সবাইকে নোটাতে ভোট দেবার আবেদন করছে। ভোটাধিকার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, যার উল্লেখ রয়েছে জ্যোতি বসু এবং অন্যান্য বনাম ঘোসাল, পি নাল্লা থাম্পি টেরাহ মামলায়। মণিপুর বিরক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর উপর। তারা দাবি করছে,তারা নির্বাচন চায়না। কংগ্রেস, বিজেপি সবাই তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বঞ্চনার কারনে জাতিগত দাঙ্গার সৃষ্টি হচ্ছে। মেইতিদের সমর্থনে মিছিল করেছে অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। চুয়াচাঁদপুর, বিষ্ণুপুর জেলায় কুকি মাইতি সংঘাতের কারনে বসত বাড়ি জ্বলছে, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত আসছে। পরিস্থিতি এতোটাই জটিল যে, প্রয়োজনীয় নিত্য দিনের জিনিসপত্রও ঠিক মত সরবরাহ করা যাচ্ছে না। শৈশব কাটছে ক্যাম্পে। ছাত্র যুবরা স্কুল কলেজ যাবার পরিবর্তে হাতে অস্ত্র নিয়ে নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের উপর তাদের আস্থা নেই। মেয়েদের সন্মান থাকছে না। মায়ানমারের অবৈধ অভিবাসন নিয়েও প্রশ্ন তুলছে এক শ্রেনী। তথ্য বলছে, উত্তপ্ত মণিপুরে এক সপ্তাহের মধ্যে ৭৭জন কুকি, ১০জন মাইতি খুন হয়। গণতন্ত্রের উৎসব নির্বাচনের সময়ে তাই পশ্চিম ইম্ফলের জেলা শাসক কিরন কুমার ঘোষণা করেন, গনতন্ত্রের উৎসবে ঘর ছাড়াদের সামিল করতে ২৯টি বিশেষ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মণিপুর সংঘর্ষে মায়ানমার সীমানা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে ঘোষণা করা হয়। যদিও এ নিয়ে আপত্তি করেছে মিজোরাম। নাগালান্ড, মণিপুর, মিজোরাম থেকে পৃথক রাজ্যের দাবি উঠছে। কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গাঁধী বলেছিলেন, "বিজেপির হাতেই মিজোরাম আজ বিপন্ন। "মনিপুরে যেনো ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের সমসাময়িক। দু ক্ষেত্রেই শাসকের ব্যর্থতা প্রকট। একটা প্রজন্ম শেষের পথে। অনাহার, দুর্ভিক্ষ, রক্তপাত এইসবই চলছে। রাজনীতি করতে গিয়ে শাসক বিরোধী শুধু নিজেদের মধ্যে বাক যুদ্ধে জড়িয়েছে, তাতে অবশ্য শান্তি ফেরেনি। অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে। তাই নোটাকেই শ্রেয় বলে মনে করছে মণিপুর। রাষ্ট্রপুঞ্জ ব্যর্থ, বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো গা বাঁচিয়ে চলছে,সেই সুযোগে ইরান হুংকার দিচ্ছে। তেমনই মনিপুরে ৪০শতাংশ আদিবাসী। ফলে বিভাজন করে তৃতীয় শক্তি যে প্রবেশ করবে না, সে প্রতিশ্রুতি কেউ দিতে পারবে না। তাই দেশের ঐক্যের ফাটল ধরার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। কারন ইতিমধ্যে মিজোরামের বিজেপি নেতা সাইলো বলেছেন, মুসলিমদের কাছ থেকে খ্রিস্টানদের রক্ষা করতে পারে হিন্দুরাই। ভোটের আগে মনিপুর নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা চোখে পড়ছে না রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের কথায়। বরং নির্বাচনী প্রচারে, ইস্যুভিত্তিক প্রচারের পরিবর্তে বড়ো হয়ে দাঁড়াচ্ছে পেশী শক্তি আর ইতিহাস বিকৃতির মানসিকতা। কেউ প্রিয়াঙ্কা গাঁধী বলছে আমূল বেবী,কেউ বলছে সুযোগ থাকলে জিভ টেনে ছিঁড়ে নিতাম,তো কেউ আবার বলছে,দেশভাগের কারন হিন্দু মুসলমান নয়, বরং কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ। এভাবেই কি দেশের রাজনীত চলবে? চিত্রাঙ্গদা বলেছিল, "সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি/তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম/অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার সহায়তা। "

কবিতা

যুগধর্ম

পশুপতি ভদ্র

সময় বড় নিষ্ঠুর,
বিত্তশালী করে আদর, - কাজ ফুরালে অনাদর,
চিরন্তন অভ্যাসে সাক্ষী ইতিহাস।

পুরাতন বিদায়ে নূতনের আগমন,
সৎ পথে উপার্জন, - উদাহরণে কেউ কী শ্রেষ্ঠ?
দলীয় স্বার্থে প্রাপক, চেয়েছে অন্য,
বর্তমান সময়ে সব কী সম্ভব?
ক্রীড়ানক তুমি, - মানুষ কী পুতুল?

কর্পোরেটের খপ্পরে জগৎ,
পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, কয়েকটি হাতে কুক্ষিগত,
ভুক্তভোগী জানে কূটকচালে মসিহার উপদ্রব,
ভোটের সময় বাবাজি, ভোট ফুরালে ভাগোজি,
দিন এনে দিন খায়, - অশেষ কষ্টে হতদরিদ্র,
রাষ্ট্র যেন জগন্নাথ, দেখনদারিতে শ্রেষ্ঠ উপহার।

আধ মরা শালিক

আনজানা ডালিয়া

এই ধুলোমাখা শহরে তুমি নেই
আমি এক আধ মরা শালিক
কাতরাতে কাতরাতে খুঁজে ফিরি তোমায়
আবছা শব্দ পাওনা তুমি আমার ডানার?
স্মৃতিগুলো বুক আকড়ে ঠায় দাড়িয়ে রয়েছে
তাল সারিটা একে অপরের কত আপন
সুখের নদী হবো আমরাও ওদের মতন।
ভুলভাল যাই থাকুক,আলোটাই ধরে রাখি
তোমার চলে যাওয়ার রাস্তায় ফিরতি পাখীদের ডাকি।

কলি কলি ফুল

আভা চট্টরাজ

এ নুনীর মাই _ কাইল বাইসামে হামার সঙ্গে টাইড় কে যাবি
জামে ভইরে বাসি ভাত আর_ টুকু নুন মরিচ খুঁটে গাঁইঠাঁই লিবি
হামি গবর লাদ ডিঙ্গাই দিব _ তুঁই পাঁচিরে গঁইঠাঁ দিবি!
ঝুমইর কলি গুনগুনাবি _ হামার সুরে সুর মিলাবি।

হাঁইড়া খাবি _ ফুর্তি লিবি _ কমর হিলাঁই লাইচ্যে লিবি
খঁপায় পলাশ ফুলের মালা লিবি _ হাথের কাঁকন বালা লিবি !
তালে তালে তাল মিলাবি _ দুএক বোতল ধরাঁই দিবি
কাম পাইট তর সকইল সাইরে _ রাইতে হবিস পটের বিবি !

মাথায় কাঠের বঝা চাঁপাই দিব _ তর চলনে ঢেউ খেলাবি
খালে ডোবে হড়কাবিস নাই _ ধীরে ধীরে পা ফেলাবি !
গরমে গা জ্বইলে গেলে _ মইধ বাঁধটায় সিনাঁই লিবি
হামার ভাঙ্গা ঘরে খাইট্যে শুঁইয়ে_ফটফট্যা চাঁদের আলো দেইখতে পাবি।

ছেঁদা চালে জল পইড়ল্যে _ বালটি হাঁড়ি আইড়ে দিবি
চিটা মাটির পিছলা পথে _ বিন ধরল্যায় ছইলক্যে যাবি!
মন ভাইঙ্গলে হামকে বলিস _ বিন পয়সায় ওষধ পাবি
নুনীর মাঁই গো বনকে যাবি _ দুটা ঝুমইর কলি শুঁনাঁই দিবি।

চোরের মায়ের বড় গলা

কনক কুমার প্রামানিক

চোরের মায়ের বড় গলা
কথার বেজায় ঝাঁজ,
মিথ্যা কথায় বেজায় পটু
নেইকো শরম লাজ।
প্রাচীন থেকে এই অবধি
বিজয় চোরের মা'র,
গলার জোর থাকলে পরে
লাগেনা কিছুই আর।

মিথ্যুকদের সময় ভালো
সৎ লোকের মন্দ,
ওদের থেকে থাকলে দূরে
জীবনে থাকে ছন্দ।
এ সমাজে জঞ্জাল ওরা
নোংরা ওদের মন,
চুরি করেও যে সাধু সাজে
চরিত্রটা যে তেমন।

সমীর কুমার ভৌমিক
-এর ২টি কবিতা

কে,কী লুটে নিচ্ছে

ভালোবাসি এই জন্য যে
তুমি ভালো হবে।
অবাক চোখে দেখছি আমি
কিন্তু সেটা কবে?

দিনে দিনে বাড়ছে তোমার
নানান নষ্টামি!
জানো তুমি সে কথা কি
কত কষ্টে আমি!

কষ্ট দিতেই নষ্ট হওয়া
এই যদি হয় ইচ্ছে
বুঝে দেখো সময় করে
কে, কী লুটে নিচ্ছে!

চাঁদ

চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে
বলেছিল মা,
আছে নাকি চাঁদের দেশে
আরেক চাঁদের গাঁ!

একটি রাতে গেলাম সেথায়
দেখতে পেলাম না,
হারিয়ে গেছে চাঁদের বুড়ি
নেইকো সেথায় ছা!

দাঁড়িয়ে আছে চাঁদের পাহাড়
গর্তে ভরা গা,
দূর থেকে চাঁদ দেখি যেমন
কাছে তেমন না !

জ্যামিতিক দুঃখ

সারমিন চৌধুরী

নিজের আপন নিজে হতে পারে না মানুষ
চন্দ্রগ্রহণের মতো সমস্ত দুঃখ হৃদয়ে পোষে
নির্জনে বিষের ঠোঁটে রাখে ঠোঁট,
চূর্ণবিচূর্ণ হয় নিজের ভেতর
শোনো হে জ্যামিতিক দুঃখরা আমার!
মধ্যমা স্পর্শ করতে গিয়ে বিফল হয়েছে
আত্মচিৎকারের নিবিড় প্লাবনে-
আমাকে আর কি দুঃখ দেবে মহাকাল?
আদিযুগ থেকেই থেকেছি স্বত্বহীন
পান করেছি বিরহবিধুর সুধা রুপে-অরুপে,
অনাদর, অবহেলায় গড়েছি অলীক সংসার।
স্বপ্নের কাছে আমি এক চেনা কৃতদাস
যার কপালে রাত্রির নিস্তব্ধতা লিখে দিয়েছে
'মৃত্যুই মুক্তি বেঁচে থাকাটা অভিশাপ'!
যেখানে একাকিত্ব রাজা-মহারাজা-
চাবুক ছুঁড়ে রক্তাক্ত করে পাঁজরের হাড়
সেখানে অশ্রুবিন্দু নির্বাক সাক্ষী।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

চিংড়ি চাষে দুশো কোটি টাকার মুনাফা, চোখ কপালে ইডির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে এল শাহজাহানের চিংড়ির ব্যবসার নথি। সন্দেশখালিতে চিংড়ি মাছের ভেড়ি তৈরি করে সেখান থেকে এক বছরে প্রায় ২০০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছিল শাহজাহান ও তার কোম্পানি। সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তের শুরুতেই সামনে আসে 'বেতাজ বাদশা' শাহজাহানের একাধিক ব্যবসা। যার মধ্যে অন্যতম ছিল ভেড়িতে চিংড়ি চাষ। তদন্ত যতই সামনে আসে ততই আরও তথ্য হাতে আসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের । আরও একটি সংস্থার নামও জানতে পারেন তাঁরা। যার নাম এসকে সাবিনা। সেখান থেকে ১১ মাসে ১৩২ কোটি টাকার মুনাফা লাভের তথ্য সামনে এসেছে। অভিযোগ এই সমস্ত ব্যবসার আড়ালে কালো টাকা সাদা করার কাজ চলত। শেখ শাহজাহানের বিভিন্ন কোম্পানির হিসাব এবং বিভিন্ন বিষয় তদন্তে নেমে পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেন ইডির গোয়েন্দারা এই তথ্য জানতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের মতে, এক মাসে ২০০ কোটি টাকা কীভাবে মুনাফা হল তা বিশদ ভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। ইতিমধ্যেই শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করেছে ইডি। ইডির আশঙ্কা, যে এই তদন্ত থেকে বাঁচতে বিদেশে পালানোর চেষ্টা করে থাকতে পারেন সিরাজউদ্দিন। তার জন্যই এই পদক্ষেপ। ইডি সূত্রের খবর, তিনি যাতে দেশ ছাড়তে না পারেন, সে কারণে দেশের সব বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে ইডি-র তরফে। এছাড়াও তদন্তকারীদের দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত শেখ শাহজাহান এবং তার দলবলের লোকের বিরুদ্ধে একাধিক মহিলা অভিযোগ করছেন। অভিযোগকারীদের সকলেই সন্দেশখালি ও ন্যাজাট থানা বাসিন্দা। যাঁদের অভিযোগ ছিল, জোর করে তাঁদের খেতের চাষযোগ্য জমি নিয়ে নিয়েছিল শাহজাহান ও তার অনুগামীরা। এদিকে শেখ শাহজাহানকে মঙ্গলবার এক অন্য রূপে দেখল বসিরহাটের মানুষ। বসিরহাট আদালতের বাইরে প্রিজন ভ্যানে বসে মেয়ের 'আব্বু' ডাক শুনে এবং স্ত্রীর কান্না শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারল না একদা 'সন্দেশখালির বাঘ'! মুখ ঘুরিয়ে নিজের কান্না মুছল আঙুল দিয়ে। তারপর হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। প্রিজন ভ্যানের জানালা দিয়ে স্ত্রী'র আঙুল ছুঁয়ে শাহজাহান কেঁদেই ফেলল।

দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনই আবার রাজ্যে আসছেন মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনই আবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজনৈতিক কৌশলগত ভাবে তিনি সভা করবেন দ্বিতীয় দফায় যে কেন্দ্রগুলিতে ভোট হচ্ছে তার কাছেই। আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে ভোট হবে দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাটে। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন উত্তর ও দক্ষিণ মালদহে। একে তো মালদহ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলা, তাতে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ করে ২০১৯-এ ভালো ফল করে বিজেপি। উত্তর মালদহে জয় পান বিজেপির খগেন মুর্মু। আর দক্ষিণ মালদহে সামান্য ব্যবধানে হারেন বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। এবারও ওই প্রার্থীদের সমর্থনেই সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে একই সঙ্গে তাঁর নজরে থাকবে যে যে লোকসভায় শুক্রবার ভোট হবে সেই কেন্দ্রগুলিও। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটের প্রচারে বাংলায় সব মিলিয়ে ১৫টি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার মধ্যে কয়েকটি সভা তিনি করেছেন। নির্বাচন ঘোষণার পরে কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে দু'টি সভা হয়েছে তাঁর। তার পর বালুরঘাট কেন্দ্রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের হয়েও সভা করে গিয়েছেন তিনি। ওই দিন রায়গঞ্জেও সভা করেছেন। ভোট ঘোষণা হওয়ার পর থেকে এই নিয়ে চতুর্থ বার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। ভোট যেহেতু শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গ থেকে, তাই তাঁর সভাগুলিও শুরু হয়েছে হয়েছে উত্তরবঙ্গে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মোদির এই পর্বের সফরের জন্য বাছা হয়েছে দ্বিতীয় পর্বের ভোটের দিনটিকেই। বিজেপি সূত্রের দাবি, আগামী দিনে দক্ষিণবঙ্গে বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কাঁথিতে তাঁর সভা করার কথা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একটি সভা করতে পারেন মোদি। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জনসভা করবেন দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বোলপুর, বনগাঁ, তমলুক, ঘাটাল, দমদম, বসিরহাট, বারাসত ও কলকাতায়। তালিকায় আছেন অন্য হেভিওয়েট নেতারাও।

এবার অভিষেকের বিরুদ্ধে কমিশনে যাচ্ছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বিজেপির মহিলা প্রার্থীকে বেহায়া সম্বোধন করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর প্রেক্ষিতে অভিষেকের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাতে চলেছে বিজেপি। এদিন বৈষ্ণবনগরের আইটিআই সংলগ্ন ময়দানে দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন অভিষেক। বক্তব্য রাখতে গিয়ে একাধারে বিজেপি ও কংগ্রেসকে নিশানা করেন অভিষেক। এই কেন্দ্রে ওই দুই দলের প্রার্থী নিয়েও সমালোচনা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে । বিজেপি প্রার্থীকে নাম না করে বেহায়াও বলেন তিনি। অভিষেক বলেন, "একুশের বিধানসভা নির্বাচনের হিসেবে এই কেন্দ্রে থাকা সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র মিলিয়ে তৃণমূল প্রায় সাড়ে তিন লাখ ভোটে এগিয়ে রয়েছে। এই ব্যবধান বাড়াতে হবে । এখানে কংগ্রেসের যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়িয়ে এক লাখ ৩০ হাজার ভোটে হেরেছিল। কতটা নির্লজ্জ হলে বিধানসভায় এক লাখ ৩০ হাজার ভোটে হেরে যাওয়ার পরও কেউ লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপরেও ভোট কেটে বিজেপির সুবিধে করতে তিনি এই কেন্দ্রে লড়াই করছেন।" এরপরেই এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর নাম না করে অভিষেক বলেন, "আজ বিজেপির প্রার্থী বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন । গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। আর নিজেকে নির্ভয়া বলে দাবি করছেন ।

বেআইনি নির্মাণে এবার নাগরিকদেরও নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ বেআইনি নির্মাণ এখন কলকাতা পুরসভার ঘুম কেড়েছে। কী ভাবে তা বন্ধ করা যায় সেটাই এখন পুরসভার ধ্যানজ্ঞান। ইতিমধ্যে একটি অ্যাপ আনা হয়েছে। যে অ্যাপে কোনও নির্মাণের নিময়িত ছবি দিচ্ছেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা। এবার পুরসভা চাইছে, নাগরিকরাও নজর রাখুক বেআইনি নির্মাণের উপর। অনুমোদিত নক্সা প্রতিদিন তুলে দেওয়া হচ্ছে পুরসভার ওয়েবসাইটে। ওয়েবসাইটের বিল্ডিং কলামে আপলোড করা হচ্ছে এই নক্সা। শহরের নাগরিক চাইলে দেখে নিতে পারবেন তাঁর এলাকায় কোনও বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে কিনা। চাইলে তিনি পুরসভায় নালিশও জানাতে পারবেন সেই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে। ভোট ঘোষণার আগে গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়ে নির্মিয়মান বহুতল। সেই ঘটনা থেকেই সতর্ক হয়েছে পুরসভা। বেআইনি নির্মাণ রুখতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুর আইন বদলেরও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবার নাগরিকদের যুক্ত করার হবে। তাই 'ওপেন টু অল' করা হচ্ছে পুরসভার অনুমোদিত নক্সা। প্রতিদিনের অনুমোদিত আপলোড করে দেওয়া হচ্ছে ওয়েব সাইটের বিল্ডিং বিভাগ কলামে। শুধু নতুন নয় ১০ বছরের পুরনো নক্সাও তোলা হচ্ছে ওয়েব সাইটে। 'প্রেমিসেস নম্বর' দিয়ে ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিয়ে সেখানে অবস্থিত বিল্ডিয়ের নক্সা। দেখে নিতে পারবেন নক্সা অনুযায়ী বিল্ডিংটি হয়েছে কিনা। এর মাধ্যমে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জুড়ে নেওয়া যাবে নাগরিকদের। বেআইনি নির্মাণ রুখতে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের একটি বিশেষ অ্যাপ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা নিয়মিত এলাকা পরিদর্শন করছেন। সংশ্লিষ্ট নির্মাণের ছবি তুলে তাঁরা ওই অ্যাপে আপলোড করে দিচ্ছেন। ফলে বোঝা যাচ্ছে কোনটা অনুমোদিত ও কোনটা বেআইনি।

'আমি স্তম্ভিত! শিক্ষামন্ত্রীর মতো একজন ব্যক্তি এ...'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে এসএসসি-র ২০১৬ সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হয়েছে। এরপর থেকেই রাজ্য-রাজনীতিতে পড়েছে আলোড়ন। চাকরিহারারা একদিকে যেমন রাস্তায় নেমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন আন্দোলনের, অপর দিকে আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে এসএসসি। আর এই পরিস্থিতিতে এবার নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরব খুললেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এদিন সল্টলেকের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। এরপর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করেই কড়া ভাষায় তাঁকে বেঁধেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বলেন, "আমি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছিলাম। শিক্ষামন্ত্রীর মতো একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এ কাজ করেছেন ভেবে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।" একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, "শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি নিয়ে আমরা যা শুনেছিলাম তা এখন কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে প্রমাণ হয়ে গেল।" এখানে উল্লেখ্য, হাইকোর্টের রায়ের পর পার্থকে নিয়ে সরব হতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও। তিনি বলেছিলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো কিছু ব্যক্তির পাপের ফল এখন ভোটের ভোগ করতে হচ্ছে দলকে। আগেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এবার রাজ্যপালের মুখেও শোনা গেল সেই একই প্রসঙ্গ। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। রাজ্যপাল বোস বললেন, "শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি নিয়ে এখন যেটা আমাকে ভাবাচ্ছে তা হল,বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে হিংসার অভিযোগও রয়েছে।

দেদার এসি বিক্রিতে মাথাব্যথা বাড়ছে বিদ্যুৎ সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ একে গরম, তার ওপরে দোসর হয়েছে লোডশেডিং। গত কয়েকদিন ধরে মহানগরের বিভিন্ন প্রান্তে লোডশেডিংয়ের ঘটনায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট, দফায় দফায় লোডশেডিংয়ে নাজেহাল কলকাতাবাসী। বেশ কয়েকদিন ধরে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন অংশ পরিস্থিতি খানিকটা এমনই। তীব্র গরমের উপর দোসর লোডশেডিংয়ে ওষ্ঠাগতপ্রাণ। শহরবাসী কাঠগড়ায় তুলেছে বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থা সিইএসসি। গত বছর এপ্রিল মাসের শেষদিকেও পরিস্থিতিও অনেকটা একইরকম ছিল। কয়েকবছরে লোডশেডিংকে ভুলতে বসেছিল এই শহর, সেখানে হঠাৎ করে ঠিক কী কারণে কলকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিল? সিইএসসি আধিকারিকরা, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মূল কারণ হিসেবে অনুমোদিত লোডের বাইরে বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহারের কথাই জানিয়েছেন। অর্থাৎ এয়ার কন্ডিশনারের যথেচ্ছ ব্যবহারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তাঁরা। সিইএসসি আধিকারিকদের দাবি, অনেক পরিবার একটি এসির অনুমোদিত লোডে ২টি বসিয়েছেন। সেই কারণে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার বা এমসিবি, একটি যন্ত্র যা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে বৈদ্যুতিক সার্কিট বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। ওভারলোডের সময় তার ব্যবহার সিস্টেমের ক্ষতি করে। সার্কিটে বিদ্যুৎ সংযোগ বাধার এটি বড় একটি কারণ। সেই কারণে কোনও বাড়িতে যথেচ্ছভাবে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ব্যবহার করা হলে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। শহর জুড়ে সিইএসসি ভ্যান এবং জেনারেটর সেট ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। তবে সবসময় ওই ভ্যানগুলি উপদ্রুত এলাকায় যাচ্ছিল এমনটা নয়। গোটা শহরে ২৫০টি এই ধরনের ভ্যান ঘুরছে এবং বিদ্যুৎহীন এলাকাগুলিতে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

ক্রীড়া-সংবাদ

ধোনি বিশ্বকাপে খেলতে চাইলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ টেস্টকে বিদায় বলেছিলেন প্রায় বলেছিলেন প্রায় ১০ বছর আগে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্য দুই সংস্করণ থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় ৫ বছর আগে। এখন শুধু আইপিএলটাই খেলে যাচ্ছেন। তবে এবারের আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনি যেন দুই দশক আগের ধোনিকে ফিরিয়ে এনেছেন। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের সেই লম্বা-ঝাঁকড়া চুল, ফিনিশারের ভূমিকায় নেমেই খুনে মেজাজের ব্যাটিং, দুর্দান্ত কিপিং আর ক্ষিপ্রগতির রানিং—ধোনি পুরো প্যাকেজ নিয়েই ফিরেছেন। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে এখন পর্যন্ত যে ৩৫ বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন, তাতেই ধোনির পুরোনো রূপের দেখা মিলেছে। ৩৫ বলেই যে তিনি করেছেন ৯১ রান, স্ট্রাইক রেট ২৬০। ৬ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে একবারও আউট হননি। ধোনির 'বুড়ো' হাড়ের ভেলকি দেখে অনেকেরই মনে হচ্ছে, অবসর ভেঙে তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরিয়ে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার প্রস্তাব দেওয়া উচিত। এই দলে সর্বশেষ দুই নাম বরুণ অ্যারন ও ইরফান পাঠান, যাঁরা ভারতীয় দলে ধোনির সতীর্থ ছিলেন। সাবেক দুই ক্রিকেটার মনে করেন, ধোনি চাইলেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেন। তিনি অবসর ভেঙে ভারতীয় দলে ফিরলে কেউ কিছু মনে করবে না; বরং তাঁর অগণিত ভক্তের আবেগ-অনুভূতি নতুন করে প্রতিধ্বনিত হবে। আইপিএলের অফিশিয়াল সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে সাবেক ফাস্ট বোলার অ্যারন বলেছেন, 'এমএস ধোনিকে আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে খেলতে দেখতে পারি। আসলে এটা হবে ওয়াইল্ডেস্ট কার্ড।' এরপর সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান বলেছেন, 'তিনি যদি বলেন যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে চান, তাহলে কেউ সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। হয়তো এটা (অবসর ভেঙে ফেরা) হবে না, কিন্তু এতে কেউ কিছু মনে করবে না। কারও কোনো সমস্যাও থাকার কথা নয়। কারণ, তিনি আইপিএলে অসাধারণ ব্যাটিং করছেন।' আগামী ১ জুন শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারের আসর বসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা করতে বোর্ডগুলোকে আগামী ১ মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে আইসিসি। অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন ভারতের নির্বাচক প্যানেল খেলোয়াড়দের আইপিএল ফর্ম দেখেই যে স্কোয়াড সাজাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিয়মিত ও ব্যাকআপ মিলিয়ে দুজন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে নিতে পারেন নির্বাচকেরা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, নির্বাচকদের ভাবনায় আছেন ঋষভ পন্ত, লোকেশ রাহুল, সঞ্জু স্যামসন, এমনকি ৩৮ বছর বয়সী দিনেশ কার্তিকও। ধোনির নেতৃত্বেই ভারত সম্ভাব্য সব শিরোপা জিতেছিল।

যেকোনো টি-টোয়েন্টি লিগ ছেড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ আজ যদি জিম্বাবুয়ে বলে তিন দিন পরই নাইজেরিয়ার সঙ্গে সিরিজ, সেটির জন্যও বিশ্বের যেকোনো টি-টোয়েন্টি লিগ ছেড়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। আইপিএল খেলতে এ মুহূর্তে ভারতে আছেন এই অলরাউন্ডার। আগামী ৩ মে বাংলাদেশের সঙ্গে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু জিম্বাবুয়ের। সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট। সেখানে অধিনায়ক হিসেবে আছেন রাজাই। এ সিরিজের শুরু থেকেই তাঁকে পাওয়া যাবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে জিম্বাবুয়েভিত্তিক ওয়েবসাইট থ্রি-মোবডটকমকে রাজা বলেছেন, 'আমি সেখানে থাকব। (বাংলাদেশ সিরিজের জন্য) আইপিএল ছেড়ে যাচ্ছি।' এরই মধ্যে পাঞ্জাব কিংসকে নিজের সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছেন রাজা। ৩৮ বছর বয়সী রাজা এখন পর্যন্ত এ মৌসুমে পাঞ্জাবের হয়ে খেলেছেন ২টি ম্যাচ। সম্প্রতি আরেকটি ওয়েবসাইটকে রাজা বলেন, 'আমি জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, দেশের একটা সীমিত ওভারের ম্যাচও আমি মিস করব না। এর কারণে যে লিগকেই ছেড়ে যেতে হোক না কেন।' রাজা আরও বলেন, 'জিম্বাবুয়ে যদি এখন আমাকে বলে যে তিন দিন পরই সিরিজ আছে, আর প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। জিম্বাবুয়ে যদি আমাকে দলে নেয়, তাহলে আমি পিএসএল ছেড়ে যাব। যদি আইপিএলের সময় সিরিজ আসে, আমি আইপিএল ছেড়ে যাব। গ্লোবালটি-টোয়েন্টি, সিপিএল, আইএলটি-টোয়েন্টি—যে লিগই হোক না কেন।' সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতো সামনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগও হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের সিরিজটি শেষ হবে আগামী ১২ মে। আগামী মাসের শেষ দিকে শুরু হতে যাওয়া ইংল্যান্ডের ভাইটালিটি ব্লাস্টে খেলার কথা আছে তাঁর।

বিশ্বকাপে আত্মবিশ্বাসী আদিল রশিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে ইতিহাসের অন্যতম বাজে পারফরম্যান্স করলেও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আদিল রশিদ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা তাঁদের আছে বলেও মনে করেন টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ (১০৭) উইকেটশিকারি এ লেগ স্পিনার। সীমিত ওভারের দুই সংস্করণেরই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সর্বশেষ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু শিরোপা ডিফেন্ড করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে তারা। ৯ ম্যাচ খেলে ইংল্যান্ড জেতে মাত্র ৩টি ম্যাচ, এর মধ্যে দুটিই আবার আসে বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর। তবে ভারতের বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের কোনো প্রভাব আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যৌথভাবে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকবে না বলে মনে করেন রশিদ। বার্মিংহামে ইসিবির টেপ-টেনিস বলের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, '৫০ ওভারের বিশ্বকাপ একেবারেই আলাদা একটি সংস্করণ। আমাদের পথচলা বাজে ছিল। ব্যাপারটা এমনই। টুর্নামেন্টটা আমাদের ভালো যায়নি। আমরা ভালো খেলিনি—ব্যাটিংয়ে, বোলিংয়ে, দল হিসেবে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সংস্করণ, যেটিতে আমরা এ মুহূর্তে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।' শিরোপা জয়ের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী ইংল্যান্ডের হয়ে চারটি বিশ্বকাপ খেলা রশিদ, 'আমরা আত্মবিশ্বাসী। আমাদের এমন দল আছে, মানসিকতা আছে, খেলোয়াড় আছে, অভিজ্ঞতা আছে। আমরা যদি এ বিশ্বাস নিয়ে যাই, তাহলে আমার মনে হয়—আশা করি, শেষ পর্যন্ত যেতে পারব। আমাদের বাজে একটা বিশ্বকাপ গেছে—এভাবে ভাবছি না। কারণ, সংস্করণটা আলাদা। এটা ৫০ ওভার, টি-টোয়েন্টি না। দুটি গুলিয়ে না ফেলার চেষ্টা করি আমরা।' বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়নদের মতো মানসিকতা আছে। অতীতে কী হয়েছে, তা নিয়ে ভাবছি না। বাজে বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি না। কেউ ফর্মে নেই, তা নিয়েও ভাবছি না। কারণ, সবকিছু দ্রুত বদলে যেতে পারে টুর্নামেন্টে অথবা প্রথম ম্যাচেই'।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ! ভুলে গিয়েছিলেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ নিলামে দল না পেলেও জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক আইপিএলে সুযোগ পেয়েছেন লুঙ্গি এনগিডির চোটের কারণে। আইপিএলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েই বেশ কয়েকবার শিরোনাম হয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান। গত শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে করেছেন ১৫ বলে ফিফটি, যা এবারের আইপিএলে দ্রুততম। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ঝড় তোলায় জুনে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার দলে জায়গা প্রত্যাশা করছেন? প্রত্যাশাটা স্বাভাবিক হলেও এই প্রশ্ন উঠছে অন্য কারণে। আইপিএলের পরই যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ফ্রেজার-ম্যাগার্ক তো সেটা ভুলেই গেছেন! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা মিচেল মার্শের। এই অলরাউন্ডারও এবার খেলেছেন দিল্লির হয়ে। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে মার্শের আইপিএল শেষ হয়ে গেছে। দিল্লির প্রধান কোচ রিকি পন্টিং এর আগে জানিয়েছেন, চোটের চিকিৎসায় অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওয়া মার্শ ভারতে ফিরবেন না। তবে মার্শের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সমস্যা দেখেন না পন্টিং। মার্শের সঙ্গে এর আগে এক আলাপচারিতায় সময় ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ভুলেই গিয়েছিলেন সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সংবাদ সংস্থা এএফপিকে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক বলেছেন সে কথা, 'মিচেল মার্শও দিল্লিতে, সে আমাকে বলেছে, আমরা বার্বাডোজ ও আমেরিকা যাচ্ছি। এরপর আমি বললাম, আপনি কী সেখানে খেলবেন? মার্শ অবাক হয়ে বলল, না, বিশ্বকাপ। ব্যাপারটা আসলে মাথায় ছিল না।' অস্ট্রেলিয়ার ২১ বছর বয়সী এই ওপেনার এবি ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড ভেঙে আলোচনায় আসেন। গত বছরের অক্টোবরে প্রোটিয়া কিংবদন্তির লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম শতকের রেকর্ড ভাঙেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। সেঞ্চুরি করেছিলেন মাত্র ২৯ বলে। এর আগে ডি ভিলিয়ার্স সেঞ্চুরি করেছিলেন ৩১ বলে। ২৬ মে আইপিএল শেষে ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

টি-টোয়েন্টিতে হযবরল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ উসমান খান—টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান, নাকি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান? উসমানের দুই ম্যাচের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার দেখলে মনে হবে, তিনি একজন মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান, মিডল অর্ডারে পারফর্ম করেই হয়তো তিনি দলে এসেছেন। কারণ, নিউজিল্যান্ড সিরিজে অভিষেক হওয়া এই ক্রিকেটার এখন পর্যন্ত খেলা দুই ম্যাচে ব্যাটিং করেছেন ৪ নম্বরে। মিডল অর্ডারে খেলা এই ব্যাটসম্যান আসলে একজন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর করা মোট রানের প্রায় ৮০ শতাংশই এসেছে টপ অর্ডারে ব্যাট করে। তাহলে পাকিস্তানের পরীক্ষা নিরীক্ষার নিউজিল্যান্ড সিরিজে উসমানকে কেন টপ অর্ডারে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না? উসমানের ব্যাটিং অর্ডারের মতো এমন কয়েকটি প্রশ্নই বিশ্বকাপের আগে এখন পাকিস্তানের সামনে। অনেকেই ভাবতে পারেন, ৩ নম্বরে ব্যাটিং করা আর ৪ নম্বরে ব্যাটিং করার মধ্যে পার্থক্যটা কি খুব বেশি? সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর নেই, তবে অন্য দুই সংস্করণের চেয়ে ২০ ওভারের খেলায় পার্থক্য কিছুটা তো আছেই, আর উসমানের বেলায় এই পার্থক্যটা আরও বেশি। এটা প্রমাণে পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ৩৯ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে উসমান সব মিলিয়ে রান করেছেন ১২১৯। সেখানে ওপেনিংয়ে নেমে করেছেন ৬০১ রান, তিন নম্বরে ৩৭৪। ওপেনিংয়ে উসমানের স্ট্রাইকরেট ১৫২ আর তিন নম্বরে ১৬৪। এই উসমানই ৪ ও ৫ নম্বরে খেলে কত স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন জানেন, ১১৫! চলতি বছরে উসমান ১০ ইনিংসে ওপেন করে আউট হয়েছেন মাত্র দুবার, পাওয়ারপ্লেতে তুলেছেন ওভারপ্রতি ৯ রানের বেশি করে। অর্থাৎ, এটা স্পষ্ট উসমান নতুন বলটাতেই বেশি ভালো খেলেন। সর্বশেষ পিএসএলে পারফর্ম করেই উসমান পাকিস্তানি ক্রিকেট কর্তাদের নজরে এসেছেন। সেই টুর্নামেন্টে ৭ ইনিংসে ৪৩০ রান করেছিলেন উসমান, স্ট্রাইকরেট ছিল ১৬৪, গড় ১০৭.৫০। এর সবটাই টপ অর্ডারে ব্যাটিং করে। তবু পাকিস্তানের হয়ে অভিষেক সিরিজে উসমান ব্যাট করছেন ৪ নম্বরে! সিরিজটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগেই বলেছেন অধিনায়ক বাবর আজম। তাহলে উসমানের নম্বর চারে ব্যাটিং কি সেই পরিকল্পনারই অংশ? আসলে তা নয়, পাকিস্তানের সমস্যা আরও গভীরে। আর এই 'সমস্যা'র কারণ অধিনায়ক বাবর ও মোহাম্মদ রিজওয়ানই। মূলত পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে নিয়মিত ওপেন করেন বাবর-রিজওয়ানই। রানের হিসেবে এরা দুজনই সফল। ৫১ ইনিংসে দুজনের জুটি থেকে এসেছে ২৪০০ রান, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ওপেনিংয়ে সর্বোচ্চ। গড়েছেন ৮টি শতরানের জুটি। টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শতরানের জুটি (৪টি) এসেছে রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানের ওপেনিং জুটি থেকে। তবে তাঁরা দুজনই একটু ধীরগতির ব্যাটিং করেন, সেই অর্থে পাওয়ার প্লে কাজে লাগানোর কথা ভাবেন না। তাই গত জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড সিরিজে এদের জুটি ভাঙা হয়। ওপেনিংয়ে রিজওয়ানের সঙ্গে আনা হয় সাইম আয়ুবকে, যার কাজই হচ্ছে পাওয়ারপ্লে কাজে লাগানো।

বক্স অফিস

অ্যালেক বল্ডউইনের উপর চড়াও মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ সোমবার বিকেল বেলা কফি শপে গিয়েছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা অ্যালেক বল্ডউইন। নিজের মতো সময় কাটাচ্ছিলেন। আচমকাই কফি শপে হাজির এক মহিলা। মোবাইল ক্যামেরা অন করে অভিনেতার উপর চড়াও হলেন মহিলা। স্পষ্ট অভিনেতাকে বললেন, "আগে বলুন ফ্রি প্যালেস্টাইন, তারপর আপনাকে ছাড়ব।" প্রথম থেকেই ইজরায়েলের সমর্থনে গর্জে উঠেছেন অভিনেতা। বহুবার তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে প্যালেস্টাইন বিরোধী বক্তব্য। কফি শপের মহিলা যেন সেই বক্তব্যেই সামনে নিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত মহিলা প্রসঙ্গ টেনেছেন রাস্ট ছবির শুটিংয়ে অভিনেতার বন্দুকের গুলিতে সিনেম্যাটোগ্রাফারের আহত ও মৃত্যুর ঘটনাকেও। মহিলার দাবি, সিনেম্যাটোগ্রাফারকে খুন করেছেন অভিনেতা। সোশাল মিডিয়ায় যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে দেখা গিয়েছে অভিনেতা রেগে আগুন এবং মহিলার আচরণে বিরক্ত হয়ে ফোনও কেড়ে নিলেন। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে নিউ মেক্সিকোতে অ্যালেক বল্ডউইনের রাস্ট শুটিং চলছিল। মেকআপ ভ্যান থেকে নেমে শুটিং স্পটে হাজির হন অ্যালেক। টেকনিশিয়নরা তৈরি শুটিংয়ের জন্য। একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ের সময়ই হঠাৎ খেলনা বন্দুকের হাতে নিয়ে গুলি চালালেন অ্যালেক বল্ডউইন। সঙ্গে সঙ্গে ছবির মহিলা চিত্রগ্রাহক গালিনা হাচিন্স মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

স্ত্রী তাহিরার সঙ্গেই ব্রেকআপ আয়ুষ্মানের

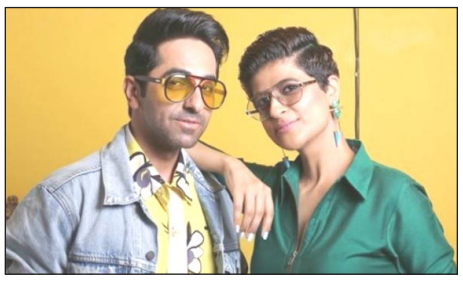

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ স্ত্রী তাহিরা কাশ্যপের সঙ্গে ব্রেকআপ করেছিলেন আয়ুষ্মান! হ্যাঁ, বিয়ের এত বছর পর দাম্পত্যের গোপন তথ্য শেয়ার করলেন আয়ুষ্মান খুরানা। এক সাক্ষাৎকারে আয়ুষ্মান জানালেন, "আচমকাই মনে হয়েছিল এই সম্পর্কে থাকা ঠিক নয়।" ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক বরং। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্ত্রী তাহিরার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আয়ুষ্মানকে প্রশ্ন করা হলে, আয়ুষ্মান জানান, "তখন সদ্য রোডিজ জিতেছি। তখন আমি তখন খুব জনপ্রিয়। চণ্ডীগরে সবাই আমাকে একবার দেখার জন্য, কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। তাই নিজেকে তখন আমি কেউকেটা ভাবতাম।" আয়ুষ্মান আরও জানান, "এই সময়টা আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তাই তাহিরার সঙ্গে ব্রেক আপ করেই দিই। তবে ৬ মাস কাটতেই তাহিরার কাছে ফিরে যাই। কারণ, আমি প্লেবয় হয়ে থাকতে চাই না!" ২০০৮ সালে তাহিরা কাশ্যপকে বিয়ে করেন আয়ুষ্মান। আয়ুষ্মানের জীবনের সব ওঠা-পড়ার সঙ্গেই যুক্ত রয়েছেন তাহিরা। অন্যদিকে যখন ক্যানসারে আক্রান্ত হন তাহিরা। আয়ুষ্মান তখন শক্ত খুঁটির মতো পাশে ছিলেন। তাহিরা কাশ্যপ, ২০১৮ সালে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। কঠিন সময়ে স্ত্রীর পাশে ছিলেন আয়ুষ্মান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুজনের এই সম্পর্ক আরও পোক্ত হয়েছে। আয়ুষ্মান-ঘরনি তাহিরা কাশ্যপ নিঃসন্দেহে কর্কটরোগে আক্রান্ত মানুষ তথা মহিলাদের জন্য এক নয়া অনুপ্রেরণা। কর্কট রোগ তাঁর উপর বড়সড় এক দাগ ফেলে গিয়েছে। শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে এসেছে মানসিক পরিবর্তনও। ক্যানসারের ক্ষতই তাহিরার কাছে এখন 'ব্যাচ অফ অনার'-সম। বদলে ফেলেছেন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা। ব্যধিও কমাতে পারেনি তাহিরার অদম্য মানসিক জোর।

সমুদ্রে গিয়ে প্লাস্টিক সাফ করলেন মিমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ মিমির ইনস্টাগ্রামে হঠাৎই একটি ভিডিও। যেখানে দেখা গিয়েছে, সমুদ্র সৈকতে একগাদা প্লাস্টিকের বোতল, প্যাকেট নিয়ে সি-বিচ থেকে তুলে একপাশে রাখছেন মিমি। আর তাঁর মুখে একটাই কথা, "কীভাবে মানুষ এমনটা করতে পারেন!" তা হঠাৎ মিমি কেন এমন অবতারে? ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। আসলে, ২২ এপ্রিল, সোমবার ছিল আর্থ ডে। পরিবেশ নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে বলিউড থেকে টলিউড সবাই নিজের মতো করে আর্থ ডে পালন করলেন। কেউ দিলেন ভিডিও, কেউ দিলেন ছবি। টলিউড অভিনেত্রী মিমিও সেই কারণেই আপলোড করলেন এই ভিডিও। যেখানে তিনি সৈকতে ছড়িয়ে থাকা প্লাস্টিককে একত্র করে ডাস্টবিনে ফেললেন। এই ভিডিও পোস্ট করে মিমি লিখলেন, "পৃথিবী ভরা প্লাস্টিক, তা-ও আমরা এই দিনটাকে হ্যাপি আর্থ ডে বলি। এখনও দেরি হয়ে যায়নি। কিছু সচেতন সিদ্ধান্ত আমাদের এখনও বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে। প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যে অন্যায় করেছি, যে ক্ষতি করেছি তাকে শুধরে নেওয়া এখনও যায়। এখনও প্রকৃতি সে সুযোগ দিচ্ছে।" মিমি এমন কাজে খুশি তাঁর অনুরাগীরা। সোশাল মিডিয়ায় অভিনেত্রীকে প্রশংসাও করেছেন নেটিজেনরা। মিমি যে প্রকৃতিপ্রেমী, তার প্রমাণ এর আগেও পাওয়া গিয়েছে। কয়েকদিন আগে নিজের বাড়ির গাছে জামরুলের ভিডিও পোস্ট করেছিলেন মিমি। সোশাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ ছবি-ভিডিও শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী। সেখানেই দেখা গেল তাঁর যত্ন সহকারে জামরুল চাষের ঝলক। নিজে হাতে সেই গাছটি লাগিয়েছিলেন তিনি। আর সেই গাছই এবার ভরে ভরে ফল দিয়েছে। ভিডিওতে দেখা গেল, নিজেই বাঁশের উপর উঠে গাছ থেকে জামরুল পারছেন মিমি। যত্নের ফল দেখে মিমির চোখেমুখে খুশি ঝরে ঝরে পড়ছে। অভিনেত্রী বলছেন, "নিজে হাতে গাছ লাগিয়ে ফল ধরার জন্য অপেক্ষা করার আনন্দই আলাদা।"

সারা জীবন হাত ধরতে চেয়েছি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিলঃ তিনি সত্যজিতের চারুলতা। আজও বাঙালির মননে, বাঙালির জীবনে তিনি স্থায়ী জায়গা ধরে রেখেছেন সেই রূপে। তিনি মাধবী মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ছবিতে অভিনয়ের পরেই ইন্ডাস্ট্রিতে মাধবী আর সত্যজিতের বিশেষ সম্পর্কের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরপর সত্যজিতের তিনটি সিনেমা অভিনয় করেন মাধবী মুখোপাধ্যায় - 'মহানগর' (১৯৬৩) 'চারুলতা' (১৯৬৪) এবং 'কাপুরুষ' (১৯৬৫)। আর কখনও সত্যজিতের নায়িকা হিসাবে দেখা যায়নি মাধবীকে। শোনা যায়, সত্যজিৎ ঘরণী বিজয়া রায়ের আপত্তিতেই আর মাধবীর জায়গা হয়নি সত্যজিতের ছবিতে। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গের নিজের প্রেম সম্পর্ক নিয়ে নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় মুখ খুলেছিলেন মাধবী। 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' পত্রিকার সাংবাদিক এস এন এম আবদির সামনে মনের ঝাঁপি খুলেছিলেন, হয়েছিল তুমুল বিতর্ক। ২৩শে এপ্রিল সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে ফিরে দেখা মাধবীর সেই বিতর্কিত সাক্ষাৎকার। এক সন্তানের বাবা, বিবাহিত পুরুষ সত্যজিৎ-কে ভালোবেসে আত্মগ্লানিতে ভুগেছেন মাধবী, বলেছেন তিনি কারুর সংসার ভাঙতে চাননি। অথচ নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন অপমানে, অনুশোচনায়। সত্যজিৎ রায় কি নিজের মুখে কখনও তাঁকে ভালোবাসার কথা বলেছিলেন? মাধবীর জবাব ছিল, 'তিনি একটা কথাই বলতেন, 'আমি জীবনে এত কিছু অর্জন করেছি, এত সম্মান পেয়েছি। সমাজ কি আমার একটা ছোট্ট অপরাধ মেনে নেবে না?' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'না। এ সমাজ আপনার উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি। তাই এই সম্পর্ক কখনওই মেনে নেবে না।' সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর মাধবীর উপলব্ধি ছিল কিংবদন্তি পরিচালকের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। কী সেই অন্যায়? অকপট স্বীকারোক্তি, 'আমার মনে হয় তিনি আশা করেননি যে আমি তাঁর সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক রাখব না। হয়তো তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত ছিল। কিছু ভাল কথা, সমবেদনা, কারও ক্ষতি করে না। কিন্তু, সেই কথাগুলিই এক জন মরণাপন্ন মানুষকে আবার বেঁচে ওঠার শক্তি জোগায়।